59120210121

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ

জেলা প্রশাসক

Bengal Form No.

HIGH COURT FORM NO. (P) 9 A

NOTICE TO SHOW CAUSE

(GENERAL FORM)

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
অতিঃ জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
অতিঃ জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

১। আর.ডি.সি
২। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
৩। জি.ডি.ও
৪। এসি (আর.এম)
৫। এসি (আর.ভাল)
৬। সি.এ
৭। (ভি.পি শাখা)

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
তারিখ: ২৭/১২

কারণ দর্শাইবার নোটিশ

সাধারণ পাঠ

এই অংশ অফিস হইতে পূরণ হইবে।		এই অংশনাজিরখানা হইতে পূরণ করা হইবে।	
তলবানা দাখিলের তারিখ		পেয়াদার নিকট হাওলার তারিখ	
খোরাকী ইত্যাদি দাখিলের তারিখ		জারির পর পেয়াদা কর্তৃক রিটার্ণ দিবার তারিখ	
পরোয়ানা দাখিলের তারিখ		নাজিরের নিকট পরওয়ানা যথার্থ সময়ে ফেরৎ দিবার তারিখ	
নাজির থানায় পাঠাইবার তারিখ		নাজির কর্তৃক আদালতে ফেরৎ দিবার তারিখ	

জিলা মুন্সীগঞ্জ। আদলত

মোকাম শ্রীনগর সিনিয়র সহকারী জজ

সন ২০ সনের মোকদ্দমা নম্বর

দস্তখতকারী

১। মোঃ আব্দুল আহাদ মাঃ

বনাম

প্রতি ৬। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ

যেহেতু উপরোক্ত

জজ আদালত এই মর্মে এক দরখাস্ত করিয়াছেন যে,

অতএব, এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, আপনি সন মাসের তারিখে মধ্যাহ্নে বেলা ঘটিকার সময় অত্র আদালতে স্বয়ং অথবা রীতিমত উপদেশ প্রপ্ত উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবেন, অন্যথায় উক্ত দরখাস্ত এক তরফা শুনানী ও বিচার হইবে।

অদ্য সন ২০২১ সালের ১৯/১২ তারিখে স্বাক্ষর এবং মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

আদালতের আদেশক্রমে

সেরেস্তাদার

সহকারী

সমন বা নোটিশ জারির কৈফিয়ৎ

১। যে ব্যক্তির উপর জারি হইয়াছে তাহার নাম	
২। জারির সময় তারিখ ও যথার্থ স্থান।	
৩। যে ব্যক্তির উপর জারি করা হয় তাহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় আছে কিনা অথবা তিনিই যে প্রকৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকিলে তাহার বা তাহাদের নাম ও ঠিকানা।	
৪। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যে প্রকারের জারি করা হয় একই মোকদ্দমায় একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর জারি হইলে কাহার পর কাহার উপর জারি হইয়াছে। ব্যক্তিগত জারি না হইলে কেন হইল না তাহার কারণ লিখিতে হইবে।	
৫। যে ব্যক্তির উপর জারি করা হইয়াছে। তাহার দস্তখত কিংবা টিপসহি লওয়া হইয়াছে কিনা। যদি পরওয়ানা গ্রহণ করিতে এবং স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাহার কারণ।	
৬। যদি অনুপস্থিতির দরুন লটকাইয়া জারি হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কি চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহা লিখিতে হইবে।	
৭। এই পারওনা দেওয়া বা দিতে যাওয়া যে সকল ব্যক্তি দেখিয়াছেন তাহাদিগের নাম ও ধাম।	
৮। মন্তব্য।	

আমি এই আদালতে জনৈক জারিকারক পেয়াদা প্রকাশ করিতেছি যে, মামলার তারিখে উক্ত মোকদ্দমার একখানি সমন / নোটিশ জারি করিবার জন্য পাইয়াছি এবং উহা আমি উপরের লিখিত মতে জারি করিয়াছি।

সন ২০ পেয়াদারের স্বাক্ষর

চৌকিদার, দফাদার বা কোন স্থানীয় লোকের জারি সম্পর্কীয় তথ্য পাঠ।

এর পুত্র

তাহাকে আমি নিজে চিনি তাহার উপর পরওয়ানা জারিকারক পদাতিক সাং

আমার সম্মুখে তাহার রিপোর্টে লিখিত মতে পরওয়ানা জারি করিয়াছে।

টিপ্পনী ঃ ১। যদি কোন খোরাকী বা অন্য কোন খরচ দেওয়া হয় তাহা মন্তব্যের ঘরে লিখিতে হইবে।

২। যাহাদের উপর পরওয়ানা জারি করিতে হইবে তাহাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে হইলে কেবল পরওয়ানা লিখিত নম্বর ধরিয়া উল্লেখ না করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নাম ধরিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। পেয়াদা আন্তঃ ঃ দুইজন স্থানীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির উপস্থিতিতে পরওয়ানা জারি করিবে এবং সম্ভব হইলে আসল পরওয়ানার পৃষ্ঠে সহি বা টিপ সহি লইবে এবং জারি করিতে না পারিলে পরওয়ানা পৃষ্ঠে স্থানীয় অন্ততঃ দুইজন ব্যক্তির ঐ রূপ সহি বা টিপ সহি লইবে।

৪। যদি পরওয়ানা উল্লেখিথ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির উপর জারি করা হয় তিনি পরওয়ানার উল্লেখিত ব্যক্তির পক্ষে তাহা গ্রহণ করে, তাহা হইলে তিনি স বালক কিনা এবং উক্ত ব্যক্তির সহিত একত্রে এবং যৌথভাবে বাস করেন কিনা তাহা লিখিতে হইবে।

৫। যদি বিকল্প জারির আদেশ হইয়া থাকে তাহা হইলে যে প্রকার পরওয়ানা হইয়াছে তাহা যে বিকল্প জারি সমুদয়

Md. Sirajul Alam
Advocate
District Judge Court
Munshiganj
Mobile-01915-106285

মাননীয়,

শ্রীনগর সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, মুন্সীগঞ্জ।

দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ১১/২০২১

১। শেখ আব্দুল ওয়াহেদ গং ---------- বাদীগণ।

- বনাম -

১। উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ গং

---------- বিবাদীগণ।

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের অর্ডার ৩৯ রুল ১ এর বিধান মতে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা।

দরখাস্তকারী বাদীপক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১। অত্র মোকদ্দমার বাদীপক্ষ নিম্ন তপছিল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবীতে মাননীয় আদালতে এক মোকদ্দমা আনয়ন করে। যাহা নিম্নরূপঃ-

ক) জিলা- মুন্সীগঞ্জ, থানা- শ্রীনগর, সাবেক ১৩০ হালে ৩৩নং পাটাভোগ মৌজাস্থিত নিম্ন তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি অবস্থিত এবং অত্র আদালতের এলাকাধীন

মোঃ হুমায়ুন
তং ২৫৪৪ ৫
চট্টগ্রাম
কাজীম

১ (ষোল) আনা অংশের এবং তাহার নামে বিগত সি,এস ৫৩৭ নং খতিয়ানের পর্চা শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় বটে।

গ) তৎপর অক্ষয় ধুপী তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তিতে ৪৫ শতাংশের স্বত্ববান মালিক ও ভোগদখলকার বিদ্যমান থাকাবস্থায় একমাত্র পুত্র অবিনাস চন্দ্র ধুপীকে ওয়ারিশ বিদ্যমান রাখিয়া অভাব হইলে সে পিতার ত্যাজ্যবিত্তোংশে নালিশী সম্পত্তিতে মালিক দখলকার হয় বটে।

ঘ) তৎপর অবিনাস চন্দ্র ধুপী তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তিতে ৪৫ শতাংশের স্বত্ববান মালিক ও ভোগদখলকার বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিগত ২/১/১৯৫১ইং তারিখে নালিশী সি,এস ৩৮৭ নং দাগের ৪৫ শতাংশ সম্পত্তি সুবোধ চন্দ্র সেন গুপ্ত এর নিকট সাফ বিক্রী করিয়া দিয়া তাহার বরাবরে নালিশী সম্পত্তির স্বত্ব দখল বুঝাইয়া সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ববান হয় বটে এবং বিগত এস,এ ও আর,এস জরীপ আগত হইলে এস,এ ৩৮২ ও আর,এস ৪০৩ নং খতিয়ানের পর্চায় নালিশী সম্পত্তি সুবোধ চন্দ্র সেন গুপ্ত এর নামে সঠিকভাবে রেকর্ডভূক্ত হয় বটে।

ঙ) তৎপর সুবোধ চন্দ্র সেন গুপ্ত তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তিতে ৪৫ শতাংশের স্বত্ববান মালিক ও ভোগদখলকার বিদ্যমান থাকাবস্থায় বৈধ প্রয়োজনে বিগত

আব্দুল মালেক, মোসাম্মৎ ছবুরননেছা, সেক আব্দুল ওয়াহেদ এর নিকট সাফ বিক্রী করিয়া দিয়া তাহাদের বরাবরে নালিশী সম্পত্তির স্বত্ব দখল বুঝাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ববান হয় বটে এবং উক্ত দলিলের গ্রহিতাগণ উক্ত দলিলমূলে নালিশী দাগে প্রত্যেকে সমান ১১.২৫ শতাংশ করে মালিক দখলকার হয় বটে।

চ) তৎপর ছবুরননেছা ও সেক আব্দুল ওয়াহেদ তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তিতে খরিদ সূত্রে (১১.২৫+১১.২৫)= ২২.৫০ শতাংশের স্বত্ববান মালিক ও ভোগদখলকার বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিগত ০৫/০৮/১৯৭৫ইং তারিখের ৭৭৬২ নং না-দাবী নামা দলিলমূলে নালিশী সি,এস ও এস,এ ৩৮৭ নং দাগের ৪৫ শতাংশ হইতে ২২.৫০ শতাংশ সম্পত্তি সেক আব্দুল মালেক বরাবরে না-দাবী দিয়া তাহার বরাবরে নালিশী সম্পত্তির স্বত্ব দখল বুঝাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ববান হয় বটে।

ছ) তৎপর সেক আব্দুল আলেক ও সেক আব্দুল মালেক তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তিতে (১১.২৫+৩৩.৭৫)= ৪৫ শতাংশ সহ আরো অন্যান্য বেনালিশী দাগের সম্পত্তিতে স্বত্ববান মালিক ও ভোগদখলকার বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিগত ১৭/১০/১৯৮১ইং তারিখে তাহাদের মধ্যে এক বন্টন নামা দলিল সম্পাদিত ও

প্রাপ্ত হয় এবং সেক আব্দুল আলেক অন্য বেনালিশী দাগের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। যাহার বন্টন নামা দলিল নং- ৫৮১৯।

জ) পূর্ব দফার বর্ণনানুসারে আব্দুল মালেক তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তিতে ৪৫ শতাংশের স্বত্ববান মালিক ও ভোগদখলকার বিদ্যমান থাকাবস্থায় সে তাহার নিজ নামে নালিশী সম্পত্তির নামজারী জমাভাগ করেন এবং ডিসিআর প্রাপ্ত হয়ে সরকারী খাজনাদি পরিশোধ করেন। যাহার নামজারী ও জমাভাগ কেইস নং- ৩৭১২/০৯-১০, তারিখ- ০২/০৫/২০১০ইং, ডিসিআর নং ৪৩৫২৬, তারিখ- ৭/৬/১০ইং, খাজনার রশিদ নং- F-426327, তারিখ- ১৩/৬/১০ইং।

ঝ) তৎপর আব্দুল মালেক তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তিতে ৪৫ শতাংশের স্বত্ববান মালিক ও ভোগদখলকার বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিগত ৩/৫/১০ইং তারিখে ৩৫২২ নং রেজিষ্ট্রিকৃত হেবা ঘোষণাপত্র দলিলমূলে নালিশী সি,এস ও এস,এ ৩৮৭ নং, আর,এস ৪০৬ নং দাগের নাল ৪৫ শতাংশ সম্পত্তি তাহার পুত্র শেখ আব্দুল ওয়াহেদ, শেখ মোঃ ইকবাল, শেখ মোঃ নজরুল ইসলাম, শেখ মোঃ কাইয়ুম (১-৪নং বাদীগণ) বরাবরে হেবা করিয়া দিয়া তাহাদের বরাবরে নালিশী সম্পত্তির স্বত্ব দখল বুঝাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ববান হয় বটে।

তাহাদের নিজ নামে নালিশী সম্পত্তির নামজারী জমাভাগ করেন এবং ডিসিআর প্রাপ্ত হয়ে সরকারী খাজনাদি পরিশোধ করেন। যাহার নামজারী জমাভাগ কেইস নং- ২৩৬২/১৪-১৫, তারিখ- ০৮/১০/১৪ইং, ডিসিআর নং- ৩৪৬১৭, তারিখ- ৮/১০/১৪ইং, খাজনার রশিদ নং- D-430164, তারিখ- ২০/১১/১৪ইং।

ট) পূর্ব পূর্ব দফাগুলির বর্ণনানুসারে এই ১-৪নং বাদীগণ তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তিতে ১ (ষোল) আনা অংশে ৪৫ শতাংশের স্বত্ববান মালিক ও ভোগদখলকার বিদ্যমান হয় ও থাকে।

ঠ) তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তিতে এই বাদীগণ পূর্ববর্তীক্রমে প্রায় ৪৫ বৎসরের বহু উর্ধ্বকাল যাবৎ ফসলাদি সৃজন করিয়া ভোগদখলরত থাকাকালীন মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া উক্ত নাল সম্পত্তি ভিটি বাড়ীতে রূপান্তরীত করিয়া উক্ত ভিটি বাড়ীতে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা রোপন করিয়া অন্যের বিনা বাধায় শান্তিপূর্ণভাবে ~~ভোগদখল~~ ভোগদখলরত আছেন। যাহার আর,এস দাগ নং- ৪০৬।

ড) ১নং বিবাদী বিগত ৩০/১২/২০২০ইং তারিখের ইস্যুকৃত ম্যামো নং- ৪৬.০২.৫৯.৮৪.৩০.১৬.০০১.২০২০-৫৩২ মুলে ইস্যু করিয়া উক্ত চিঠিতে উল্লেখ্য করেন যে, পাটাভোগ হরি বাড়ী হতে মসজিদ হয়ে দেওপাড়া কবরস্থান

আমিনের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার দক্ষিণ দিক দিয়ে দৈর্ঘ্য ৫৫´ ফুট প্রস্থ ৬´ ফুট এবং উচ্চতা ৪´ ফুট সরকারী রাস্তাটি অবৈধভাবে বালি দ্বারা ভরাট করেছেন। যাহা বিধি মোতাবেক সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। উক্ত অবৈধ ভরাটকৃত অংশের বালি আগামী ০২/০১/২০২১ইং তারিখের মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় সরকারী বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

ঢ) নালিশী জায়গাতে বাদীগণ পূর্বেই মাটি ভরাট করিয়াছেন ও বৃক্ষ রোপন করিয়াছেন। বিবাদী উক্ত জায়গা দেখিয়া বাদীকে উক্ত জায়গা সমন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে বাদী বলে যে, আমরা আমাদের পৈত্রিক জমি যাহা আমরা আমাদের পিতা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং উক্ত জমির আর,এস দাগ নং হইতেছে ৪০৬ এবং উক্ত দাগের উত্তরধারে সরকারী রাস্তা। আমরা সরকারী রাস্তার উপরে কোন বালি ভরাট করি নাই বা দখল করি নাই। আপনি সরকারী একখানা সার্ভেয়ার দিয়া পরিমাপ করুন। ইহা বলার পর ১নং বিবাদী তাহার অফিসে দেখা করতে বলেন এবং বলেন যে, এই জায়গা হইতে বালি ও গাছগাছরা সরাইয়া নিতে নইলে পুলিশ দ্বারা উচ্ছেদ করাইবে এবং গ্রেফতার করিয়া নিয়া যাইবে বলিয়া বাদীগণকে ভয় দেখায়। নালিশী জায়গা কোন সরকারী জায়গা নয় কিংবা রাস্তার জায়গাও নহে।

মোঃ জুয়েল

ণ) এখন বাদীগণ আশংকা প্রকাশ করিতেছে যে, ১নং বিবাদী অন্যান্য বিবাদীদের সহায়তায় যে কোন সময় পুলিশ ফোর্সের মাধ্যমে বাদীগণকে নালিশী জায়গা হইতে উচ্ছেদ করিয়া বিতারিত করিবে, ইহাতে বাদীগণের অপুরনীয় ক্ষতি হইবে যাহা অর্থ বা অন্য কিছু দ্বারা পুরন করা সম্ভব নহে।

২। এখন বাদীগণ আশংকা প্রকাশ করিতেছে যে, ১নং বিবাদী অন্যান্য বিবাদীদের সহায়তায় যে কোন সময় পুলিশ ফোর্সের মাধ্যমে বাদীগণকে নালিশী জায়গা হইতে উচ্ছেদ করিয়া বিতারিত করিবে, যদি অত্র মোকদ্দমা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিবাদীগণ বাদীগণের স্বত্ব দখলীয় তপছিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি জোর পূর্বক দখল গ্রহণ করে কি বাদীগণকে নালিশী সম্পত্তি হইতে ইচ্ছেদ করে তাহা হইলে বাদীগণের অপুরনীয় ক্ষতি হইবে যাহা অর্থ বা অন্য কিছু দ্বারা পুরন করা সম্ভব নহে। এমতাবস্থায় অত্র মোকদ্দমা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিবাদীগণের বিরুদ্ধে এক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৩। <u>নালিশের কারণঃ</u> ১নং বিবাদী বিগত ৩০/১২/২০২০ইং তারিখের ইস্যুকৃত চিঠি হইতেই অত্র মোকদ্দমা দায়েরের কারণ উদ্ভব হইয়াছে। যাহা অত্র আদালতের এখতিয়ারাধীন বটে।

মো: ছুরাহান

ব্যালেন্স অব কনভিনিয়েন্স এবং ইনকনভিনিয়েন্স বাদীগণের স্বপক্ষে এবং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইহেতু, বাদীগণের স্বপক্ষে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী পাওয়ার কোন বাধা বা ইম্পিডিমেন্ট নাই।

৫। আরো অন্যান্য বক্তব্য শুনানীকালে বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বাচনীকে প্রকাশ পাইবে।

অতএব, বাদীগণ হুজুর আদালতের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, অত্র মোকদ্দমা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিবাদীগণ যাহাতে বাদীগণের স্বত্ব দখলীয় তপছিলভূক্ত নালিশী সম্পত্তি হইতে বাদীগণকে উচ্ছেদ করিতে না পারে কি নালিশী সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে না পারে তন্মর্মে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে এক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিতে;

এবং

ইতিমধ্যে অত্র মোকদ্দমার দরখাস্ত শুনানী না হওয়া পর্যন্ত তন্মর্মে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে এক

সম্পত্তির তপছিল

জিলা- মুন্সীগঞ্জ, থানা- শ্রীনগর, সাবেক ১৩০ হালে ৩৩নং পাটাভোগ মৌজাস্থিতঃ-

খতিয়ান নং			দাগ নং		রকম	নালিশী পরিমাণ
সি,এস	এস,এ	আর,এস	সি,এস ও এস,এ	আর,এস		
৫৩৭	৩৮২	৪০৩	৩৮৭	৪০৬	নাল বর্তমানে ভরাট ভিটি	৪৫ শঃ বাদীগণের দাবীকৃত সম্পত্তি বটে।

যাহার চৌহদ্দিঃ-

উত্তরে- ১২ ফুট সরকারী রাস্তা, দক্ষিণে- ছিদ্দিক গং

পূর্বে- শহিদ গং, পশ্চিমে- বারেক গং।

কলমী নক্সা

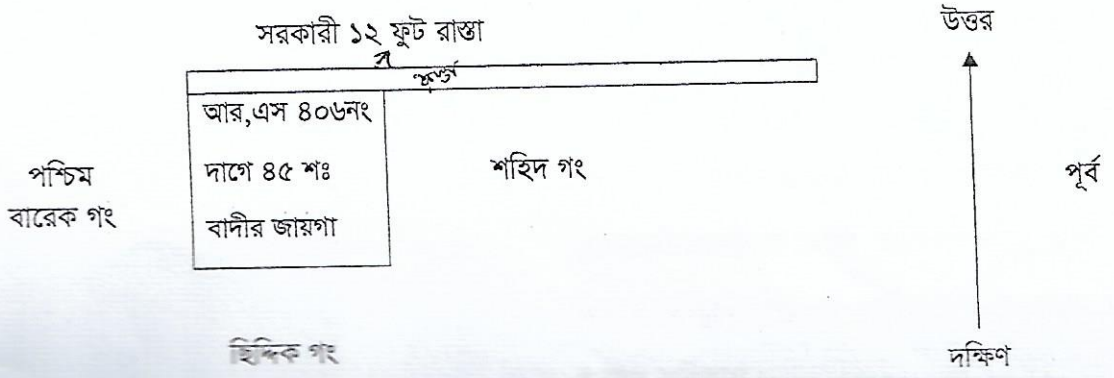

এফিডেভিট

আমি শেখ মোঃ কাইয়ুম, বয়স- ৩৬ বৎসর, পিতা-মৃত আব্দুল মালেক, সাং+পোঃ পাটাভোগ, থানা- শ্রীনগর, জেলা- মুন্সীগঞ্জ, পেশা- ব্যবসা, ধর্ম- ইসলাম, ইসলাম, জাতীয়তা- বাংলাদেশী, ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্বক ঘোষনা প্রদান করিতেছি যে,

১। আমি অত্র মোকদ্দমার ৪নং বাদী ও তদ্বীরকারক বটে।

২। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯নং আদেশের ১নং রুলের বিধান মতে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দায়ের করিয়াছি উহার বর্নিত যাবতীয় বিবরন সম্পূর্ন সত্য জানিয়া অত্র এফিডেভিট করিলাম।

অত্র দরখাস্তের ও এফিডেভিটের বর্নিত বর্ণনা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সম্পূর্ন সত্য। আমি কোন কিছু মিথ্যা বলি নাই কি কোন কিছু গোপন করি নাই। সত্য জানিয়া অদ্য ১৭/০১/২০২১ইং তারিখে বেলা ১০.৩০ ঘটিকার সময় অত্র আদালতের এফিডেভিট কমিশনার সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

এফিডেভিটকারীর স্বাক্ষর

এফিডেভিটকারীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। সে আমার সম্মুখে দস্তখত করিয়াছে। তাহাকে আমি সনাক্ত করিলাম।